বিসিআইসি/বিএডিসি ডিলার	খুচরা বিক্রেতার দোকান	ট্রাকে/লরি/ভ্যানে/নৌকা পরিবহনকৃত সার বা সার জাতীয় দ্রব্য
➢ মাসের বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন করেছে কিনা তার চালান দেখা সে অনুযায়ী উপজেলা কৃষি অফিসে আগমনী বার্তা দাখিল করেছে কিনা তা দেখা। ➢ উপজেলা কৃষি অফিসে আগমনী বার্তা দাখিলের পর তা দপ্তরে ডকেটিং হয়ে UAO কর্তৃক নির্দেশকৃত এইও/এএও বা ইউএও ট্যাগকৃত ডিলারের গুদামে মজুদ যাচাই করা ও লিখিত মন্তব্য করা এবং সরকার নির্ধারিত মূল্য সার বিক্রয়ের লিখিত আদেশ প্রদান করা। ➢ ডিলারের সার ব্যবস্থাপনা স্থানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য তালিকা লেমিনেটিং কাগজে ঝুলানো আছে কিনা ও মূল্য তালিকা অনুযায়ী সার বিক্রয়ের ক্যাশ মেমো যাচাই করা। ➢ ডিলারের দোকানে সংরক্ষিত মজুদ বহির সাথে সার ভিত্তিক প্রকৃত মজুদ মিলিয়ে দেখা। ➢ বিসিআইসি ডিলারের দোকানে ভূর্তকির আওতায় বরাদ্দকৃত ৪টি সার ব্যতীত অপর কোন সার বা সার জাতীয় দ্রব্যের মজুদ পাওয়া গেলে তা পরীক্ষা করা। (ক) পণ্যটি যে প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করেছে সে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ হালনাগাদ আছে কিনা (আমদানী/উৎপাদন) তার চালান দেখা। (খ) পণ্যটি বস্তায় সার ব্যবস্থাপনা আইনের ২০০৬ ধারা ১৩ এর বর্ণিত তথ্যাদি আছে কিনা তা দেখা। যদি নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্যের প্যাকেটে তথ্যাদি না থাকে তাহলে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন ২০০৬ ধারা ১৩ অনুযায়ী সংঘটিত অপরাধের জন্য উক্ত আইনের ধারা ৯(ঙ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	➢ পণ্যসমূহের প্রতিটির একটি করে নমুনা আলাদা করা। পণ্যের গায়ে নিবন্ধন নং দেয়া- আইএমপি/এম/এস নং কত তা মোবাইলে ডিএই এর ওয়েবসাইটে গিয়ে নিবন্ধিত সার বা সার জাতীয় দ্রব্যের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখা। তালিকায় নাম্বারটি না মিললে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে নাম্বারটি আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া। ➢ যদি নিবন্ধন নম্বর ঠিক থাকে তখন মূল প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সনদের কপি দেখা। মেয়াদ আছে কিনা তার চালানের কপি সমূহ চেক করা। ➢ যদি প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় কেন্দ্রের ভুয়া নিবন্ধন নম্বর/নিবন্ধন নম্বর বিহীন/মেয়াদ উত্তীর্ণ নিবন্ধনের কোন পণ্য পাওয়া যায় তবে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ধারা ৮ ও ১৬ অনুযায়ী অপরাধ সংঘটিত হবে। উক্ত আইনের ধরা ৯(ঙ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ➢ পর্যবেক্ষণের সময় নিবন্ধন নম্বর সম্বলিত কোন পণ্য সন্দেহ হলে তার নমুনা ১ জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে সংগ্রহ করা (১ নং ও ৩ নং ছকপত্র পূরণ করা) ও সমুদয় ব্যাচ/ লটের মাল জব্দ করা। বিক্রয় আদেশ নিষিদ্ধ করা। নমুনা সরকার বিনির্দিষ্ট ল্যাবে প্রেরণ করা। নমুনার গার্ড অংশ অফিসে সংরক্ষণ করা। ফলাফল যদি সঠিক হয় তা হলে জব্দ ও বিক্রয়াদেশ প্রত্যাহার করা। ➢ নমুনা পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হলে নমুনা পরীক্ষার ফলাফলসহ প্রতিস্ঠানটিকে তার খরচে সমুদয় জব্দকৃত মাল ধ্বংস করার নোটিশ প্রদান করা। ➢ নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে মহাপরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা বরাবর আপীলের ১৫ দিন অতিক্রান্ত হলে/কোন আপীল করা না হলে আপিলে ফলাফল যদি প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে যায় তা হলে প্রতিষ্ঠানটির নিজ খরচে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির উপস্থিতিতে সমুদয় পণ্য পৌরসভা ডাম্পিং এলাকায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে জব্দকৃত ভেজাল সারসমূহ ধ্বংস করিতে হইবে। ➢ ধ্বংস কার্য ক্রমের একটি কার্যবিবরণী তৈরি করে তা উপপরিচালক, ডিএইতে অবহিত ও অনুলিপি, পরিচালক, সরেজমিন উইং কে প্রদান করতে হবে। ➢ ভেজাল সার সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিপণন এর অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ধারা ১৭ অনুযায়ী সংঘটিত অপরাধের জন্য ধারা ৯ এর (ঙ) উপধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	➢ পণ্যটির উৎস কোথা হতে তা জানা এবং তা নিবন্ধিত পণ্য কিনা নিবন্ধন নম্বরটি ডিএই দেয়া কিনা তা মিলিয়ে দেখা ও চালানের কপি দেখা ➢ যদি প্রতিষ্ঠানের নাম নিবন্ধন নম্বর ভুয়া হয় তা হলে তাৎক্ষণিক সমুদয় সার জব্দ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় ধ্বংস করা। সার ব্যবস্থাপনা আইন এর ধারা ৮ ও ১৬ অনুযায়ী সংঘঠিত অপরাধের জন্য উক্ত আইনের ৯ এর (ঙ) উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ➢ আর যদি পণ্যটি নিবন্ধিত ভুয়া কিন্তু ভেজাল সন্দেহ হলে পরিবহনটি জব্দ করে ওখান থেকে বিধি মোতাবেক নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা গারে প্রেরণ করতে হবে। ফলাফল ভেজাল প্রমাণিত হলে প্রতিষ্ঠানটির খরচে সমুদয় মালামাল ধ্বংস করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ ধারা ১৭ এর আওতায় সংগঠিত অপরাধের জন্য উক্ত আইনে ৯ এর (ঙ) উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সার পরিদর্শকগণ কার্যসম্পাদনে উপরোক্ত বিষয় সমূহ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সে মোতাবেক সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ-১৯৯৯, সার (ব্যবস্থাপনা) আইন- ২০০৬ এবং সার (ব্যবস্থাপনা) বিধি-২০০৭ এর বর্ণিত আদেশ, আইনের ধারা ও বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণ করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করাসহ পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়কে অনুলিপি প্রদান করিবেন।